ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি
(Introduction to Management Accounting)

১

একটি প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু, সুন্দর ও গতিশীল পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এর সর্বাত্মক কার্যকর ব্যবস্থাপনা। এই কার্যকর ব্যবস্থাপনার একটি মূল অংশ জুড়ে রয়েছে হিসাববিজ্ঞান ব্যবস্থাপনা। খুব সাধারণভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে আমরা আমাদের সমাজের যে ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান পরিবার, তার মাঝেই এই হিসাববিজ্ঞান ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন দেখতে পাবো। সীমিত অর্থ সম্পদকে যত কার্যকর ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা কাজে লাগাতে পারবো ততই সুন্দর একটি নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হবে আমাদের পরিবার। আসুন এই চিন্তা ধারাকেই আমরা এখন নিয়ে যাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর পরিসরে।

ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি কোর্সটির এটি প্রথম ইউনিট। তাই, এখানে হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান এবং হিসাববিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সংজ্ঞা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে।

এই পৃষ্ঠা খালি যাবে

ইউনিট- ১

পাঠ - ১ : হিসাববিজ্ঞান ও এর বিভিন্ন শাখা
(Accounting and its Different Branches)

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- হিসাববিজ্ঞানের ভিত্তি ও ক্রম বিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন
- হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারী চিহ্নিত করতে পারবেন
- হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বর্ণনা দিতে পারবেন।

সূচনা (Introduction)

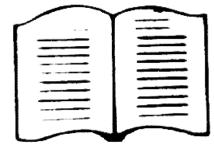

'হিসাববিজ্ঞান' শব্দটির দু'টি অংশ- একটি 'হিসাব' এবং অপরটি 'বিজ্ঞান'। বিজ্ঞান বলতে আমরা সুশৃংখল বিশেষ জ্ঞানকে বুঝে থাকি। এটি সব বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিন্তু, ''হিসাব'' শব্দটিকে আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানানভাবে একাধিক অর্থে ব্যবহার করে থাকি। নীচে তিনটি বাক্য দেওয়া হল:

- করিম সাহেব খুব *হিসাব* করে চলেন।
- করিম সাহেব তাঁর একমাত্র মেয়েকে ছেলে *হিসাবে* গড়ে তুলছেন।
- করিম সাহেব বাড়ীর পাশের মুদীর দোকান থেকে সারা মাসের প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাকীতে ক্রয় করে থাকেন। মাসের শেষে করিম সাহেব মুদিকে জিজ্ঞেস করলেন, ''দেখুনতো, আমার *হিসাবে* কত টাকা পাওনা হয়েছে ?''

উপরের তিনটি বাক্যেই 'হিসাব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ভিন্নভিন্ন অর্থে। প্রথম বাক্যে 'হিসাব' শব্দটি খরচের যথার্থতা এবং আয়ের পরিমাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয় বাক্যে 'হিসাব' শব্দটি ছেলে ও মেয়েকে এক বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় বাক্যে 'হিসাব' শব্দটি মুদি কর্তৃক রক্ষিত কোন আর্থিক বিবরণকে বুঝাচ্ছে। তৃতীয় বাক্যে হিসাব শব্দটির ব্যবহার আমাদের আলোচ্য বিষয় হিসাববিজ্ঞানের একটি অংশ। ইংরেজীতে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, একাউন্ট, একাউন্টিং এবং একাউন্ট্যান্সি। সহজভাবে আলোচ্য বিষয়টি বুঝাবার জন্য আমরা এই বইটিতে 'একাউন্ট'কে 'হিসাব', একাউন্টিংকে 'হিসাববিজ্ঞান' এবং 'একাউন্ট্যান্সি'কে 'হিসাবশাস্ত্র' বলবো।

ঐতিহাসিক ভিত্তি (Historical Basis)

বিষয় হিসাবে হিসাববিজ্ঞান অনেক প্রাচীন। তবে তৎকালীন হিসাববিজ্ঞান আজকের মত এতটা উন্নত ছিল না। অনেকের মতে হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি এই উপমহাদেশে। এখানে ২৩ শতাব্দীর পূর্বেও হিসাববিজ্ঞানের অস্তিত্ব ছিল। রাজা চন্দ্রগুপ্তের অর্থমন্ত্রী 'কৌটিল্য' তার অর্থশাস্ত্রে এর উল্লেখ করে গেছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের একটি অধ্যায়ে হিসাবরক্ষকরা কীভাবে ব্যবসার হিসাব রাখবেন তার আলোচনা করা হয়েছে। যাহোক, আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি খুজতে গিয়ে প্রথমেই এক সেন্টফ্রান্সিসের মতাবলম্বী মঠবাসীর (Franciscan friar) নাম করা হয়ে থাকে। এই সন্যাসীটির নাম লুকা প্যাসিওলো বা দ্বিমতে লুকা প্যাসিওলি (Luca Paciolo/Luca Pacioli 1445-1514)। তিনি ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সুমা ডি এরিথমেটিকা, জিওমেট্রিয়া প্রোপোরশনি এট প্রোপোরশন্যালিটা (Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita) নামে একটি বই লিখেন। ইটালীর ভেনিস শহরে বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে সর্ব প্রথম হিসাববিজ্ঞানের মূলনীতি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১৪৯৪ সনে উদ্ভাবিত হলেও হিসাব লিপিবদ্ধ করণে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই দীর্ঘ সময়ে হিসাববিজ্ঞানের প্রচুর প্রসার ও উন্নতি হয়েছে। কিন্তু, মূল হিসাবে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিই ব্যবহার করা হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের একজন অধ্যাপক যুজি আইজিরি (Yuji Ijri) তিনদফা হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের কথা ভাবছেন। তিনি ইতোমধ্যে তিনদফা দাখিলা পদ্ধতির উপর নিম্নলিখিত দু'টি গবেষণা পুস্তক প্রকাশ করেছেন :

> আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের প্রবক্তা এক ইতালিয়ান সন্যাসী লুকা প্যাসিওলি। তিনি ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে সুমা ডি এরিথমেটিকা, জিওমেট্রিয়া প্রোপোরশনি এট প্রোপোরশন্যালিটা নামে একটি বই লিখেন।

সাম্প্রতিক কালে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের একজন অধ্যাপক যুজি আইজিরি তিন দফা হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের কথা ভাবছেন।

* ১৯৮২ সনে Triple Entry Book-keeping and Income Momentum
* ১৯৮৯ সনে Momentum Accounting and Triple Entry Book-keeping

সাম্প্রতিক সময়ে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োগ, উৎপাদকদের মাঝে তীব্র প্রতিযোগিতা, বাজার সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তি বিদ্যা ও ব্যবস্থাপনা দর্শনের পরিবর্তনের ফলে হিসাববিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে।

হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Accounting)

হিসাববিজ্ঞান মূলত *একটি পরিমাপ, নিয়ন্ত্রণ ও তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতি।*

সংক্ষেপে কিন্তু সুনির্দিষ্ট ভাবে হিসাাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা দেওয়া যায় এভাবে, হিসাববিজ্ঞান মূলত *একটি পরিমাপ, নিয়ন্ত্রণ ও তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতি।* এটিকে আরও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, চারটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন হিসাবকালে প্রতিষ্ঠানের সংঘটিত লেনদেন ও ঘটনার সুশৃঙ্খল লিপিবদ্ধকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কলাই হিসাববিজ্ঞান। এই প্রধান চারটি উদ্দেশ্য হল:

* একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে কোন প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত লেনদেনের *নিট ফলাফল নির্ধারণ।*
* হিসাবকাল শেষে সম্পত্তি ও দায়ের মূল্যায়নের মাধ্যমে হিসাবকালের শেষ দিনে প্রতিষ্ঠানের *আর্থিক অবস্থা নির্ধারণ।*
* সম্পূর্ণ হিসাবকালের ব্যয়, আয় এবং অন্যান্য *কাজের নিয়ন্ত্রণ।* আশানুরূপ ফল না হলে কেন হলনা তা নির্ধারণ করে *সঠিক পথ নির্ধারণ।*
* হিসাবকালের শেষে অথবা হিসাবকালের অন্তর্বর্তী যেকোন সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় *তথ্য সরবরাহকরণ।*

হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলী (Functions of Accounting)

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে হিসাববিজ্ঞানের পরিধিরও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। মানব সভ্যতা ও সমাজের প্রয়োজনে গত ত্রিশ বৎসরে হিসাববিজ্ঞানের দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন কার্যাবলী উল্লেখ করা হল:

- ***নিট আয় ও আর্থিক অবস্থা নির্ধারণ***

অনেকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের মূল্য বৃদ্ধিকে উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে।

সাধারণভাবে বলা যায় প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল, সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে এই বাক্যটির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। অর্থাৎ সর্বাধিক মুনাফার একাধিক অর্থ হতে পারে- যেমন মোট মুনাফা, শেয়ার প্রতি মুনাফা, আগামী দিনের মুনাফা ইত্যাদি। তাই, অনেকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের মূল্য বৃদ্ধিকে উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে। এই উদ্দেশ্য সমাপণের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই অপর পক্ষের সাথে পণ্য ও সেবা আদান-প্রদান করে থাকে। টাকায় পরিমাপযোগ্য এই পণ্য ও সেবার আদান-প্রদানকে বলা হয় লেনদেন। অতএব, একটি হিসাবকালে সংঘটিত লেনদেনের ফলাফল নির্ধারণ অর্থাৎ মুনাফা নির্ধারণ হিসাববিজ্ঞানের কাজ।

এছাড়াও, হিসাবকাল শেষে ব্যবসার মালিকেরা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। তাই বৎসর শেষে ব্যবসার মোট সম্পত্তি ও দায়ের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়। মোট সম্পত্তি থেকে মোট দায় বাদ দিয়ে মালিকানা স্বত্ব নির্ণয় করা যায়। দুটি হিসাব বৎসরের শেষে মালিকানা স্বত্ব তুলনা করে মালিকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হল না অবনতি হল তা জানা সম্ভব হয়।

- ***ব্যয় নির্ধারণ***

ব্যয় নির্ধারণ হিসাববিজ্ঞানের আরেকটি কাজ। ব্যয় নির্ধারণ নিম্নের কয়েক প্রকারের হতে পারে:

* পণ্য উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ
* সেবা উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ
* পরিচালনা ব্যয় নির্ধারণ

ব্যয় নির্ধারণ মুনাফাভোগী ও অমুনাফাভোগী এ দু'ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্যই প্রযোজ্য। একদিকে পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের জন্য যেমন উৎপাদন ব্যয় জানা প্রয়োজন, তেমনই ব্যয় নিয়ন্ত্রণের (Cost Control) জন্যও ব্যয় নির্ধারণ (Cost determination) প্রয়োজন।

পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের জন্য যেমন উৎপাদন ব্যয় জানা প্রয়োজন তেমনই ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য ও ব্যয় নির্ধারণ প্রয়োজন।

- ***সরকারী নীতি নির্ধারণ***

বিভিন্ন ধরনের উপাত্তের উপর নির্ভর করে একটি দেশের সরকারকে জনগণের স্বার্থে নানান রকমের নীতি নির্ধারণ করতে হয়। হিসাববিজ্ঞান নানান রকমের উপাত্ত সরবরাহ করে জাতীয় পরিসংখ্যান তৈরিতে সাহায্য করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হিসাববিজ্ঞান এখানে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

- ***নিয়ন্ত্রণ কাজ***

উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে নিয়ন্ত্রণ একটি প্রধান উপাদান। উদার বাজারনীতিতে কেবল দক্ষ প্রতিষ্ঠানই টিকে থাকবে। অদক্ষ উৎপাদনকারীকে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হবে। তাই, হিসাববিজ্ঞানের দুটি কৌশল যেমন, মান ব্যয় (Standard Cost) হিসাব পদ্ধতি ও বাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ (Budgetary Control) ব্যবস্থা প্রয়োগ করে একজন উৎপাদনকারী তার প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। মান ব্যয় হিসাব পদ্ধতি ও বাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে নবম ইউনিটে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

- ***নিশ্চয়তা দান কাজ***

পেশাদার হিসাববিদ (Professional Accountants) প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষক কর্তৃক তৈরি হিসাবের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকেন অথবা সত্যতা সম্পর্কে মতামত দিয়ে থাকেন। এতে হিসাব উপাত্তের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

এক নজরে হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলী :

*	নিট আয় ও আর্থিক অবস্থা নির্ধারণ
*	ব্যয় নির্ধারণ
*	সরকারী নীতি নির্ধারণ
*	নিয়ন্ত্রণ কাজ
*	নিশ্চয়তা দান কাজ

হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারী (Users of Accounting Information)

অনেক সময়, হিসাববিজ্ঞানকে তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতি বলা হয়। কোন উপাত্ত বা বিবরণী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করলে তাকে তথ্য বলা হয়। বিভিন্ন তথ্য তৈরি এবং এর আদান-প্রদানের একটা উদ্দেশ্য হল এই তথ্য কাউকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে থাকে হিসাববিজ্ঞান তথ্য ব্যবহারকারীদের নীচের তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:

* বহিঃস্থ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষ। যেমন, মালিক, বিনিয়োগকারী, সরকার। (ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন সত্তা থাকায় মালিক সবসময়ই বাইরের পক্ষ।)

* অন্তঃস্থ ব্যবস্থাপক

    - স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে জড়িত এবং নিয়মিত কাজের নিয়ন্ত্রণে জড়িত ব্যবস্থাপকগণ।

    - অনিয়মিত সিদ্ধান্ত যেমন যন্ত্রপাতি ক্রয়, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, পণ্য নির্বাচন, পণ্য বর্জন এবং যন্ত্র পুনঃস্থাপনে জড়িত ব্যবস্থাপকগণ।

বহিঃস্থ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষকে, আর্থিক হিসাববিজ্ঞান তথ্য সরবরাহ করে। আর, অন্তঃস্থ, ব্যবস্থাপকদের তথ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের।

বহিঃস্থ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষকে, আর্থিক হিসাববিজ্ঞান তথ্য সরবরাহ করে। আর, অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপকদের তথ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের।

- **হিসাব তথ্যের অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ ব্যবহারকারী**

হিসাব তথ্য ও উপাত্তের অন্তঃস্থ ব্যবহারকারী	*হিসাব তথ্য ও উপাত্তের বহিঃস্থ ব্যবহারকারী*
প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিক্রয় বিভাগের: পরিচালক ব্যবস্থাপক কারখানা ব্যবস্থাপক তদারককারী সরদার (ফোরম্যান)	প্রতিষ্ঠানের বাইরের: বর্তমান শেয়ারহোল্ডার (মালিক) সম্ভাব্য শেয়ারহোল্ডার সরকারী প্রতিনিধি সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি চেম্বারস্ অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় (গবেষণার কাজে) বর্তমান ও সম্ভাব্য ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের দেনাদার ও পাওনাদার শ্রমিক ইউনিয়ন

হিসাববিজ্ঞান তথ্যের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Accounting Information)

প্রতিষ্ঠানের হিসাব পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল উপাত্ত সংগ্রহ করে, প্রয়োজন অনুযায়ী সাজিয়ে ব্যবহারকারীর কাছে সরবরাহ করা। একটি উৎকৃষ্ট হিসাব পদ্ধতি নীচের তিন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে:

* প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা, এতে প্রতিষ্ঠানের কার্যফল জানা যায়।
* প্রকৃত ঘটনা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নির্ধারণ করা।
* সমস্যা সমাধানের জন্য বিকল্প পন্থা নির্ধারণে সাহায্য করা।

হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা (Different Branches of Accounting)

অধ্যাপক এরিক এল. কোলার (Eric L. Kohler) অতি সহজভাবে হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে হিসাববিজ্ঞান লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ এবং এর ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি এই সংজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিসাববিজ্ঞানের নিম্নলিখিত শাখাগুলির উল্লেখ করেছেন:

* লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সময়ানুযায়ী আর্থিক ও বাহ্যিক পরিমাপ (Financial and physical measures) এবং শ্রেণীকরণ।
* লেনদেনের প্রক্রিয়াজাতকরণ (লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ)
* বিভাগ অনুযায়ী লেনদেনের লিপিবদ্ধকরণ (বুক কিপিং)
* প্রত্যাবর্তন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ (অভ্যন্তরীণ তথ্য আদান-প্রদান)
* ধারাবাহিকভাবে লেনদেনের সমালোচনামূলক পরীক্ষা (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা)
* বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য লেনদেন সাজানো (বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত)
* পেশাদার হিসাববিদ দিয়ে আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা (বহিঃ নিরীক্ষা)
* বিনিয়োগকারী, সরকারী প্রতিনিধি এবং জনসাধারণের কাছে সাময়িক প্রতিবেদন উপস্থাপন
* বাজেট প্রস্তুতকরণ

* সংগঠনের কাজের বহিঃস্থ মূল্যায়ন ও সুপারিশ প্রদান (ব্যবস্থাপনা পরামর্শদান)।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে হিসাবের মোট আটটি শাখা পাওয়া যায়। নিম্নের ছকে তা দেখানো হলো।

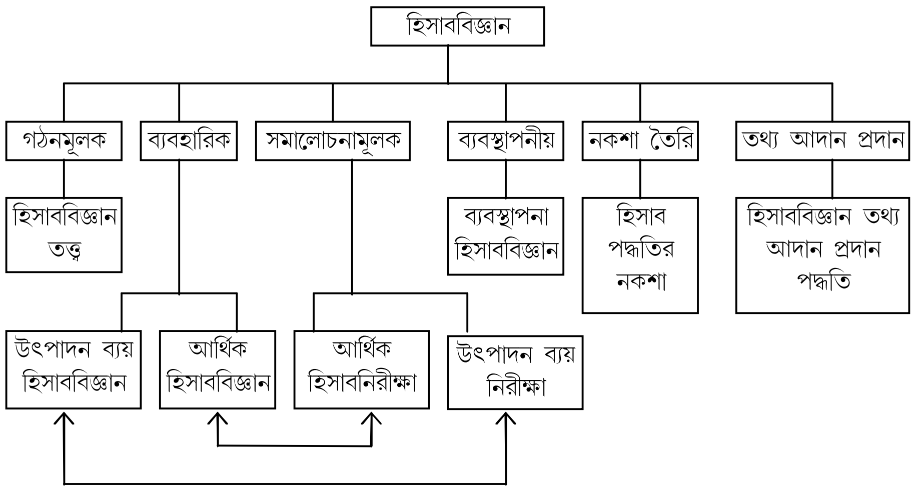

- ***হিসাববিজ্ঞান তত্ত্ব (Accounting Theory)-*** হিসাববিজ্ঞানের এই শাখা তত্ত্ব অথবা হিসাববিজ্ঞান নীতি ও রীতি তৈরি করে থাকে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, হিসাববিজ্ঞান তত্ত্ব বা নীতি কী ? প্রতিটি হিসাবসংক্রান্ত কার্যকলাপের পিছনে এক বা একাধিক সর্বজনগ্রাহ্য কারণ থাকে। এই সর্বজনগ্রাহ্য কারণ বা রীতিই হিসাববিজ্ঞান তত্ত্ব।

সর্বজনগ্রাহ্য কারণ বা রীতিই হিসাববিজ্ঞান তত্ত্ব।

নিম্নে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি হিসাববিজ্ঞান তত্ত্ব উদ্ভাবনে নিয়োজিত -

* ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব একাউন্ট্যান্টস্ (আই.এফ.এসি)
* ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কমিটি (আই.এ.এস.সি)
* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে: ফাইনান্সিয়াল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড (এফ.এ.এস.বি)
  আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্ট্যান্টস্ (এ.আই.সি.পি.এ.)
* যুক্তরাজ্য : একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড (এ.এস.বি)

প্রতিটি দেশেই এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান হিসাববিজ্ঞান তত্ত্ব উদ্ভাবন ও গ্রহণের কাজে নিয়োজিত। বাংলাদেশে আই.সি.এ.বি. (ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড এক্যাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ) এ কাজটি করে থাকে।

- ***হিসাববিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক (Practical Aspects of Accounting)-*** সর্বজনগ্রাহ্য নীতি-রীতির উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে হিসাবরক্ষণকে হিসাববিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক বলা হয়। হিসাববিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিককে দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

  * আর্থিক হিসাববিজ্ঞান (Financial Accounting)
  * উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান (Cost Accounting)

আর্থিক হিসাববিজ্ঞান (Financial Accounting)

হিসাববিজ্ঞানের এই শাখা সর্বজনগ্রাহ্য হিসাববিজ্ঞানের নীতি ও রীতি অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠানের লেনদেন লিপিবদ্ধ করে এবং হিসাবকাল শেষে প্রতিষ্ঠানের অর্জিত লাভ-লোকসান নির্ধারণ এবং হিসাবকালের শেষ দিনটিতে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায় মূল্যায়ন করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নির্ধারণ করে।

উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান (Cost Accounting)

হিসাববিজ্ঞানের এই শাখা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যয় প্রক্রিয়াজাত (লিপিবদ্ধ, শ্রেণীবিন্যাস ও সংক্ষিপ্ত) করে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের মত এই শাখা পণ্য ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত কাজ করে থাকে।

- ***হিসাববিজ্ঞানের সমালোচনার দিক (Critical Aspects of Accounting)-*** ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সাধারণত মালিক থেকে পৃথক এবং পৃথক স্বত্ত্বার অধিকারী। মালিকগণ পরিচালকদের থেকে পৃথক তাই প্রাতিষ্ঠানিক হিসাববিদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হিসাব বিবরণীর সত্যতা পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। অপরদিকে, প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদন ব্যয় হিসাববিদ (Cost Accountant) কর্তৃক নির্ধারিত একক প্রতি উৎপাদন ব্যয়ও বিভিন্ন পক্ষ এবং সরকার কর্তৃক অনেক সময় গৃহীত হয় না। তাই, এটাও পেশাদারী হিসাববিদ দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। এতে হিসাববিজ্ঞানের আরও দু'টি শাখার উদ্ভব ঘটে।

আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা (Financial Audit)

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাববিদ কর্তৃক তৈরি হিসাব বিবরণীর উপর মতামত প্রকাশের জন্য পেশাদার হিসাববিদগণ হিসাব পরীক্ষায় যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাকে আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা বলে।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাববিদ কর্তৃক তৈরি হিসাব বিবরণীর উপর মতামত প্রকাশের জন্য পেশাদার হিসাববিদগণ হিসাব পরীক্ষায় যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাকে আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা বলে। বাংলাদেশে পেশাদারী হিসাববিদগণ (নিরীক্ষকগণ) নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদন সম্পর্কে নিম্নের মতামত দিয়ে থাকেন:

* কোম্পানি অ্যাক্ট ১৯৯৪ বিধি বিধান অনুযায়ী হিসাব পত্র সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ডপত্র সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না?
* কোম্পানী অ্যাক্ট ১৯৯৪ এবং ১৯৮৭ সনের সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ রুলস অনুযায়ী লাভ-লোকসান হিসাব এবং উদ্বর্তপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে কি না?
* উদ্বর্তপত্র এবং লাভ-লোকসান হিসাব কোম্পানির প্রকৃত অবস্থার সত্য ও নির্ভুল দৃশ্য তুলে ধরেছে কি না?
* বর্ণিত ব্যয়সমূহ কোম্পানির ব্যবসায়িক প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে কি না?

উৎপাদন ব্যয় নিরীক্ষা (Cost Audit)

উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতির যথার্থতা পরীক্ষাকে 'উৎপাদন ব্যয়' নিরীক্ষা বলে। যে সব দেশে সরকার উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে চান এবং যেখানে সরকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরি পণ্য উৎপাদন ব্যয়ের সাথে নির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান করে ক্রয় করতে চান সেখানে উৎপাদন ব্যয় নিরীক্ষা একান্তভাবে প্রয়োজন। বাংলাদেশে এখনও এর প্রচলন শুরু হয়নি। ভারতে উৎপাদন ব্যয় নিরীক্ষা প্রচলিত আছে।

ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান (Management Accounting)

হিসাববিজ্ঞানের যে শাখা ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে তাকে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান বলা হয়। একজন ব্যবস্থাপনা হিসাববিদ ব্যবস্থাপকদের জন্য তথ্য সরবরাহ করার সময় নীচের বিষয়গুলি বিবেচনা করে থাকেন:

* ব্যবস্থাপকদের সমস্যা কী ?
* সমস্যা সমাধানের জন্য কী কী বিকল্প পন্থা রয়েছে ?
* শ্রেষ্ঠ বিকল্প কোনটি ?

সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিকল্প চিহ্নিতকরণ এবং শ্রেষ্ঠ বিকল্প নির্বাচনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রস্তুত ও সরবরাহ করাই একজন ব্যবস্থাপনা হিসাববিদের কাজ।

সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিকল্প চিহ্নিতকরণ এবং শ্রেষ্ঠ বিকল্প নির্বাচনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রস্তুত ও সরবরাহ করাই একজন ব্যবস্থাপনা হিসাববিদের কাজ।

হিসাব পদ্ধতির নকশা (Accounting System Design)

দুটি মানুষ যেমন কখনই এক রকম হতে পারে না, তেমনই দু'টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একই ব্যবসায় থেকেও সবদিক থেকে এক হতে পারে না। মালিকানার বিভিন্নতা, সংগঠনের বিভিন্নতা, আকারের পার্থক্য, ব্যবস্থাপকদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার বিভিন্নতার জন্য একেকটি প্রতিষ্ঠান তার স্বকীয়তা

একেকটি প্রতিষ্ঠানের জ
বিশেষ ধরনের হিসাব প
প্রয়োজন হয়।

নিয়ে টিকে থাকে। তাই একেকটি প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ ধরনের হিসাব পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। তা না হলে হিসাব পদ্ধতি ব্যবস্থাপক, মালিক ও সরকারের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। হিসাব পদ্ধতিকে সবচেয়ে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ ধরনের পদ্ধতি তৈরি করতে হয়। বর্তমানে হিসাববিদদের মাঝে দক্ষ লোকের সমাগম হয়েছে। তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য হিসাব পদ্ধতির নকশা তৈরি করে থাকেন। আর বর্তমানে কম্পিউটার ব্যবহারের জন্য এই দক্ষ হিসাববিদদের প্রয়োজনীয়তা বেশী করে দেখা দিয়েছে।

হিসাববিজ্ঞান তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতি (Accounting Information System)

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই তথ্য ও উপাত্তের প্রধান উৎস হল হিসাব বিভাগ। ব্যবস্থাপকের বিশেষ প্রয়োজনে হিসাববিদগণ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করে থাকেন। এছাড়াও প্রতিনিয়ত হিসাববিভাগ বিভিন্ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবস্থাপকের কাছে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহ করে থাকে। এই প্রতিনিয়ত তথ্য ও উপাত্ত আদান-প্রদান পদ্ধতিকে হিসাববিজ্ঞান তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতি বলা হয়।

প্রতিনিয়ত তথ্য ও উপাত্ত আদান-প্রদান পদ্ধতিকে হিসাববিজ্ঞান তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতি বলা হয়।

তথ্য সরবরাহ পদ্ধতি

- ***এ. আই. এস. এবং এম. আই. এস. (Accounting Information System and Management Information System)-*** গত দুই দশকে বাংলাদেশে বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিতে এম. আই. এস. (Management Information System) এর প্রচলন হয়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এম. আই. এস এর সাথে সাথে এ. আই. এস. (Accounting Information System) এর প্রচলনও রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে যে, এ দু'টো পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য কী ? প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই তথ্য তৈরি ও সরবরাহে হিসাববিজ্ঞান বিভাগ প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু ব্যবস্থাপকগণ হিসাব তথ্য ছাড়াও অন্যান্য তথ্য ব্যবহার করে থাকে। এসব তথ্য প্রতিষ্ঠানের অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ দু'টো উৎস থেকেই আসতে পারে। তাই, এম. আই. এস.-এর পরিধি কিছুটা বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। এম. আই. এস ও এ. আই. এস সম্পর্কে নিম্নের তিনটি ধারণা প্রচলিত আছে:

* এ. আই. এস., এম. আই. এস- এর একটি অংশ মাত্র। এই মতানুসারে, এ.আই.এস প্রতিষ্ঠানের বহিঃস্থ ব্যবহারকারীর জন্য তথ্য তৈরি ও সরবরাহ করে থাকে।
* এম. আই. এস., এ. আই. এস- এর একটি অংশ। এই মতানুসারে, এ. আই. এস কেবলমাত্র বহিঃস্থ ব্যবহারকারীর জন্য তথ্য সরবরাহ করে না, প্রতিষ্ঠানের অন্তঃস্থ ব্যবস্থাপকদের জন্যও তথ্য তৈরি করে থাকে।
* তৃতীয় ধারণাটা হল এই দু'টো পদ্ধতিই পরস্পর নির্ভরশীল পদ্ধতি। একটি অন্যটির অংশ নয়। ব্যবহারকারীর সুবিধার্থে উভয় পদ্ধতিই কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে কোন প্রতিষ্ঠানে এ দুটি পদ্ধতির একত্রে উপস্থিতি দেখা যায় না।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**
- **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১. ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান নিম্নের কোন ব্যবহারকারীর জন্য তথ্য তৈরি করে?
   ক. শেয়ার মালিক
   খ. সরকারী কর্তৃপক্ষ
   গ. প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক
   ঘ. ব্যাঙ্কের ঋণ ব্যবস্থাপক।

২. একজন করণিক মাসিক প্রকৃত বিদ্যুৎ বিল এবং আকাঙ্খিত বিদ্যুৎ বিলের তুলনামূলক প্রতিবেদন তৈরি করেন। এটা কোন ধরনের কাজ?
   ক. সমস্যা সমাধান
   খ. পরিকল্পনা
   গ. প্রকৃত ঘটনার রেকর্ড
   ঘ. মনোযোগ নির্দেশ।

৩. চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টরা নিম্নের কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত?
   ক. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক
   খ. বহিঃ নিরীক্ষক
   গ. ব্যবস্থাপনা হিসাববিদ
   ঘ. কর্মচারী।

৪. দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির উপর কখন প্রথম বই লিখা হয়?
   ক. ১৯৮২
   খ. ১৪৮২
   গ. ১৪৯৪
   ঘ. ১৪৮৯।

৫. তিন তরফা দাখিলা পদ্ধতির উপর কখন প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়?
   ক. ১৯৮২
   খ. ১৪৮২
   গ. ১৪৯৪
   ঘ. ১৪৮৯।

৬. লুকা প্যাসিওলি কত সনে জন্ম গ্রহণ করেন?
   ক. ১৪৯৪
   খ. ১৪৪৫
   গ. ১৫১৪
   ঘ. ১৪৯২।

৭. লুকা প্যাসিওলি কোন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন?
   ক. শিক্ষকতা
   খ. ধর্মযাজক
   গ. হিসাববিদ
   ঘ. ব্যবসায়ী।

৮. নীচের কোনটি সাম্প্রতিক হিসাববিজ্ঞান উন্নয়নের কারণ নয়?
   ক. বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োগ
   খ. দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির উদ্ভাবন
   গ. ব্যবস্থাপনা দর্শনের পরিবর্তন
   ঘ. বাজারের সম্প্রসারণ।

৯. কোনটি হিসাববিজ্ঞানের কাজ নয়?
ক. নিট ফলাফল নির্ধারণ
খ. অর্থ জোগাড় করা
গ. আর্থিক অবস্থা নির্ধারণ
ঘ. তথ্য সরবরাহ করা।

১০. কে বা কারা হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারী নন?
ক. সরকার
খ. ব্যবস্থাপক
গ. কর্মচারীগণ
ঘ. বিনিয়োগকারী।

১১. হিসাববিজ্ঞান তথ্যকে সাধারণত কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
ক. চার
খ. ছয়
গ. তিন
ঘ. আট।

১২. অধ্যাপক এরিক এল. কোলার হিসাববিজ্ঞানের কয়টি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন?
ক. দশটি
খ. পাঁচটি
গ. ছয়টি
ঘ. তিনটি।

১৩. হিসাববিজ্ঞানের কোন শাখা সর্বজনগ্রাহ্য নীতি ও রীতি অনুসরণ করে?
ক. আর্থিক হিসাববিজ্ঞান
খ. তাত্ত্বিক হিসাববিজ্ঞান
গ. উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান
ঘ. ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান।

১৪. হিসাবকালের লাভ-লোকসান নির্ধারণ এবং হিসাবকালের শেষ দিনে আর্থিক অবস্থা নির্ণয় হিসাববিজ্ঞানের কোন শাখার কাজ?
ক. আর্থিক হিসাববিজ্ঞান
খ. উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান
গ. ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান
ঘ. তাত্ত্বিক হিসাববিজ্ঞান।

১৫. ব্যবস্থাপকদের জন্য তথ্য সরবরাহ করার সময় কোনটি বিবেচনা করা উচিত নয়?
ক. ব্যবস্থাপকদের যোগ্যতা
খ. ব্যবস্থাপকদের সমস্যা
গ. সমাধানের বিকল্প পন্থা
ঘ. শ্রেষ্ঠ বিকল্প।

১৬. এ.আই.এস. এবং এম.আই.এস. সম্পর্কে কোনটি সত্য নয়?
ক. এ.আই.এস., এম.আই.এস. এর একটি অংশ
খ. এম.আই.এস., এ.আই.এস.এর একটি অংশ
গ. এই দুটি পদ্ধতি পরস্পর নির্ভরশীল
ঘ. বাংলাদেশের সব প্রতিষ্ঠানেই এদুটি পদ্ধতির একত্র উপস্থিতি দেখা যায়।

- **রচনামূলক প্রশ্ন**

১. হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিন। এর বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করুন।
২. একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কী ? হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করুন।
৩. হিসাববিজ্ঞান তথ্য বলতে কী বুঝায় ? হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারী কারা ? কী ভিত্তিতে হিসাববিজ্ঞান তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস করা যায় ?
৪. এ. আই. এস. এবং এম. আই. এস. এর পার্থক্য নির্দেশ করুন।

পাঠ -২ : আর্থিক হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের পার্থক্য (Difference Between Financial Accounting and Management Accounting)

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- আর্থিক হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন
- উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন
- আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করতে পারবেন
- বাংলাদেশে পেশাগত হিসাববিদদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সূচনা (Introduction)

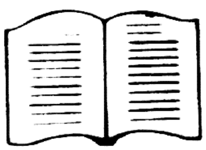

ব্যবসায় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থে হিসাববিজ্ঞানের একের পর এক শাখার উদ্ভব হয়েছে। যখন দেখা গেল আর্থিক হিসাববিজ্ঞান প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারছে না বা আর্থিক হিসাববিদ দক্ষতার সাথে নতুন দায়িত্ব বহন করতে পারছেন না তখনই আরেকটি নতুন শাখা এবং নতুন দক্ষতার প্রয়োজন দেখা দিল। এভাবেই নতুন শাখা হিসাবে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের প্রচলন হল। আসুন এবারে আমরা তুলনার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আর্থিক হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের পার্থক্য জেনে নিই।

তুলনার ভিত্তি	আর্থিক হিসাববিজ্ঞান	ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান
উদ্দেশ্য	হিসাবকালে প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসান নির্ধারণ এবং হিসাবকালের শেষ দিনে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়ের মূল্যায়ন।	অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করা।
বিষয়বস্তু	প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত। যেমন,বার্ষিক মুনাফা নির্ণয়।	প্রতিষ্ঠানের যে কোন অংশে সীমাবদ্ধ হতে পারে। যেমন, যন্ত্র পুনঃস্থাপন।
প্রাথমিক ব্যবহারকারী	প্রতিষ্ঠানের বাইরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। যেমন, বিনিয়োগকারী ও সরকারী প্রতিনিধি।	প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্তরের ব্যবস্থাপকগণ।
বাধ্যবাধকতা	সর্বজনগ্রাহ্য নীতি, কোম্পানি আইন এবং সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ নীতি দ্বারা প্রভাবিত।	প্রত্যক্ষভাবে কোন আইন দ্বারা প্রভাবিত নয়।
আচরণগত প্রভাব	আর্থিক প্রভাব পরিমাপ ও প্রকাশই বিবেচ্য। আচরণগত প্রভাব বিবেচনার বিষয়টি গৌণ।	ব্যবস্থাপকদের প্রাত্যহিক আচরণের উপর প্রতিবেদনের প্রভাবই বিবেচ্য বিষয়।
সময় ও মূল্যায়ন ভিত্তি	অতীতে যা ঘটে গেছে তা রেকর্ড করা হয় এবং প্রকৃত ব্যয়কে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।	ভবিষ্যতই এর বিবেচ্য বিষয়। আর্থিক ও বাহ্যিক এবং আকাঙ্খিত পরিমাপ ব্যবহার করা হয়।
সময়কাল	সাধারণত এক বৎসর হয়ে থাকে।	কয়েক ঘন্টা থেকে এক যুগও হতে পারে।
প্রতিবেদনের প্রকৃতি	সংক্ষিপ্ত।	বিশ্লেষণাত্মক।
পরিশুদ্ধতা	শুদ্ধ (Accurate) যেমন, নির্ধারিত বার্ষিক মুনাফা।	আনুমানিক (Approximate) যেমন, যন্ত্র পুনঃস্থাপন ব্যয়।

উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের পার্থক্য (Difference Between Cost Accounting and Management Accounting)

প্রাথমিক পর্যায়ে আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানও ব্যবস্থাপকদের চাহিদা পূরণে কিছুটা ব্যর্থ হয়। তাই, পরবর্তীতে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান শাখার উদ্ভব হয়। অনেকের মতে, এই দুটি শাখা একই। তাই দেখা যায়, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান নামে উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান এই দু'টি শাখাই পড়ানো হয়। অধ্যাপক হর্নগ্রেনের (Horngren) মতে, উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান এবং আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের অংশ নিয়ে রচিত। আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের যে অংশ ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত তা হল উৎপাদন ব্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠানের বাইরে প্রতিবেদন প্রকাশ। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, তা হল এখনও বাজারে উভয় বিষয়ের উপর একাধিক পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যাচ্ছে। অতএব, এই দু'য়ের মাঝে অবশ্যই পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। আসুন নিচের ছকের মাধ্যমে এদের পার্থক্য দেখা যাক :

অধ্যাপক হর্নগ্রেনের (Horngren) মতে, উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান এবং আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের অংশ নিয়ে রচিত।

তুলনার ভিত্তি	উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান	ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান
উদ্দেশ্য	উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ	সিদ্ধান্ত পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ
কার্যাবলী	ব্যয় লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণীভুক্তকরণ, বন্টন, একত্রীকরণ এবং প্রতিবেদন প্রকাশ	ব্যয় বিশ্লেষণ
ব্যবহারকারী	বহিঃস্থ এবং অভ্যন্তরীণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি	কেবল অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপকগণ
প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময়	কোন নির্দিষ্ট সময়ান্তে নিয়মিতভাবে তৈরি	যখন দরকার তখন
ব্যবহৃত নীতি	সর্বজনগ্রাহ্য নীতি	পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক নীতি
জড়িত ব্যবস্থাপক	উচ্চ ও মধ্যস্তর	কেবল উচ্চস্তর
হিসাব পদ্ধতি	দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি	যে কোন পদ্ধতি
বিশ্বাসযোগ্যতা	প্রকৃত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি বলে তুলনামূলক ভাবে বেশী বস্তুনিষ্ঠ। যদিও উপরিখরচ বন্টন পদ্ধতিতে কিছুটা বস্তুনিষ্ঠতা কম থাকে।	এখানে বস্তুনিষ্ঠতা কম। প্রস্তুতকারীর চিন্তার প্রভাব বেশী থাকে।

আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Financial Accounting)

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হিসাব পদ্ধতির মাঝে আর্থিক হিসাববিজ্ঞানই সবচেয়ে পুরাতন। তবে হিসাববিজ্ঞানে নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ হওয়ার পরও আর্থিক হিসাববিজ্ঞান ব্যবস্থাপকদের তথ্য চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়। এর ফলশ্রুতিতে এক এক করে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়েছে। আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের যে সকল সীমাবদ্ধতার জন্য ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে তা নিচে দেয়া হল :

- *হিসাবের অনুপযুক্ত শ্রেণীবিভাগ*

আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্যই হল হিসাবকালের লাভ-লোকসান নির্ণয় এবং হিসাবকালের শেষদিনে সম্পত্তি ও দায়-এর পরিমাণ নির্ণয়। এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য হিসাবকে কতগুলি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন- খরচ, রাজস্ব, সম্পত্তি ও দায় ইত্যাদি। এই শ্রেণী দিয়ে উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। তাই, উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য হিসাবের সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীকরণের প্রয়োজন হয়।

- *কাঁচামাল ও সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ*

আর্থিক হিসাববিজ্ঞানে সাধারণত কাঁচামাল ও সরবরাহের জন্য পৃথক কোন হিসাব রাখা হয়না। বৎসর শেষে কাঁচামাল গণনার মাধ্যমে একে চলতি সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ড করা হয়। এতে সারা বৎসরে কাঁচামালের কোন ক্ষতি বা চুরি হয়ে থাকলে তা ব্যবসায়িক খরচ হিসাবে ক্রয় বিক্রয় হিসাবে লিখা হয়ে যায়। এ পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা বলতে কিছু থাকে না।

- *মজুরি লিপিবদ্ধকরণ*

আর্থিক হিসাববিজ্ঞানে সকল মজুরি একত্রে একটি হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এতে বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে না। তাই, এ পদ্ধতিতে বিভাগীয় বা প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ নির্ণয় সম্ভব নয়।

- *উৎপাদন ব্যয়ের অনুপযুক্ত শ্রেণীবিন্যাসকরণ*

আর্থিক হিসাববিজ্ঞানে দেখা যায় যে, উৎপাদন ব্যয়কে একই হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয় এবং এটাকে ক্রয় বিক্রয় হিসাবে লিখা হয়। উৎপাদন ব্যয়কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় না। ব্যয় নিয়ন্ত্রণে এই বিন্যাসটি একান্তভাবে প্রয়োজন।

- *উৎকর্ষ মানের অনুপস্থিতি*

যেহেতু উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়, তাই এখানে কাঁচামাল, মজুর এবং মেশিন ব্যবহারের কোন মান নির্ধারণ করা হয় না। কিন্তু ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান উদ্দেশ্যই হল উৎকর্ষ সাধন। মান ব্যতীত একজনের কাজের উৎকর্ষ নির্ণয় অসম্ভব।

- *হিসাব সমাপ্তিকরণ*

আর্থিক হিসাববিজ্ঞানে হিসাব সাধারণত এক বৎসর পুর্তি। এটা উৎকর্ষ মূল্যায়নের জন্য খুবই দীর্ঘ। দক্ষতা ও উৎকর্ষ মূল্যায়ন প্রতি দিনই করতে হতে পারে। তার, অর্থ হচ্ছে প্রতিদিনই হিসাব সমাপ্ত করতে হবে। আর্থিক হিসাববিজ্ঞানে এটা অসম্ভব।

- *উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ*

প্রস্তুতকারী পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের সময় অবশ্যই পণ্যের উৎপাদন ব্যয় জানতে চাবেন। কিন্তু, আর্থিক হিসাববিজ্ঞান এই তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ।

- *বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব*

আর্থিক হিসাববিজ্ঞানে বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা অব্যবহৃত থাকলে কেন তা অব্যবহৃত এর কারণ অনুসন্ধান করা হয় না। কিন্তু, ব্যবস্থাপনার স্বার্থে কী কী কারণে যেমন, ঋতু পরিবর্তন, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, কাঁচামালের অভাব ও যন্ত্র বিভ্রাট এর কারণে বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা কতটুকু অব্যবহৃত ছিল এটি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তা আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে সম্ভবপর নয়।

- *দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত*

দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ যেমন, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, নতুন পণ্য তৈরি, পুরাতন পণ্য বাদ দেওয়া, যন্ত্রপাতি পুনঃস্থাপন এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য “ব্যয় সুবিধা বিশ্লেষণ” (Cost Benefit Analysis), “তুলনামূলক বিশ্লেষণ” (Comparative Analysis) ইত্যাদি প্রয়োজন। এসব আর্থিক হিসাববিজ্ঞানে সম্ভবপর নয়।

- *প্রয়োজনীয় প্রতিবেদনের অনুপস্থিতি*

আর্থিক হিসাববিজ্ঞানে কেবল বহিঃস্থ পক্ষের জন্য প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। উৎপাদন ব্যয় প্রতিবেদন তৈরি করা আর্থিক হিসাববিজ্ঞানে সম্ভবপর নয়।

একনজরে আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

নীচের বক্স এ আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার শিরোনাম লিখুন

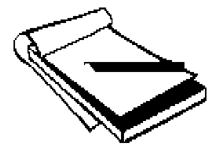

অনুশীলন

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

বাংলাদেশে পেশাগত হিসাববিদদের প্রতিষ্ঠান
(Institutes of Professional Accountants in Bangladesh)

ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসাবে আপনার বাংলাদেশে পেশাজীবি হিসাববিদদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে হবে। বাংলাদেশে দুই ধরনের পেশাজীবি হিসাববিদ আছেন (ক) চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট (Chartered Accountant) এবং (খ) কষ্ট এণ্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট (Cost and Management Accountant)। এই দুই ধরনের পেশাজীবি যথাক্রমে নিম্নলিখিত ইনস্টিটিউট থেকে তাদের সনদ লাভ করে থাকেন:

- দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh) সংক্ষেপে ICAB

- দি ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (The Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh) সংক্ষেপে ICMAB

- ***দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আই.সি.এ.বি)***

এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৩ সালের দি বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অধ্যাদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত (প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ২, ১৯৭৩)। এই প্রতিষ্ঠানে দুই ধরনের সদস্য আছেন: (ক) এ.সি.এ. এবং (খ) এফ. সি. এ।

এ.সি.এ. : এসোসিয়েট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট। ইনস্টিটিউটের পরীক্ষা পাস সহ তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হিসাববিদগণ ইনস্টিটিউটের এসোসিয়েট সদস্য হতে পারেন।

এফ.সি.এ : ফেলো চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট। কোন এসোসিয়েট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর নির্দিষ্ট ফি প্রদান করে ফেলো সদস্য হতে পারেন।

এ.সি.এ. এবং এফ.সি.এ পেশাদারী হিসাববিদদের আর্থিক হিসাবে দক্ষ বলে বিবেচনা করা হয়।

এই পেশাদারী হিসাববিদগণ, আর্থিক হিসাবের উপর দক্ষ হিসাবে বিবেচিত এবং তাঁদেরকে আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে একই ধরনের পদবি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এদেরকে সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্ট্যান্ট (সি.পি.এ) বলা হয়।

- ***দি ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ (আই.সি.এম.এ.বি)***

১৯৭৭ সালের দি কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টস্ অর্ডিন্যান্স এর অধীনে দি ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত। এ প্রতিষ্ঠানে দুই ধরনের সদস্য আছেন- (ক) এ.সি.এম.এ. এবং (খ) এফ.সি.এম.এ.।

এ.সি.এম.এ : এসোসিয়েট কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট। এই ইনস্টিটিউটের নিবন্ধন বই এ নাম উঠলেই একজন সদস্য এ.সি.এম.এ. কথাটি লিখতে পারেন।

এফ.সি.এম.এ : একজন এ.সি.এম.এ. ধারাবাহিকভাবে ৫ (পাঁচ) বৎসর ইনস্টিটিউটের সদস্য থাকলে ইনস্টিটিউট তাকে ফেলো কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট করতে পারে।

এ.সি.এম.এ. এবং এফ.সি.এস.এ. পেশাদারী হিসাববিদদের উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের দক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

এই পেশাদারী হিসাববিদদের উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের দক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এখনও বাংলাদেশে উৎপাদন ব্যয় নিরীক্ষার প্রচলন হয়নি। তাই, এই হিসাববিদগণ এখনও পেশাদারী মতামত প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছেন না।

যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই হিসাববিদগণ সি.এম.এ. পদবীটি ব্যবহার করছেন। কিন্তু, মূল শব্দটি ভিন্ন। অর্থাৎ, যুক্তরাজ্যে চার্টার্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টকে সংক্ষেপে সি.এম.এ. বলা হয়। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সার্টিফাইড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টকে সি.এম.এ. বলা হয়।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**
- **সত্য ও মিথ্যা নির্দেশ করুন**

১. অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপক এবং বহিঃস্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ উভয়ই হিসাববিজ্ঞান তথ্য ব্যবহার করে থাকেন।

২. অভ্যন্তরীণ হিসাব প্রতিবেদন কোম্পানি আইন অনুযায়ী তৈরি করতে হয়।

৩. সি.এম.এ. সনদপ্রাপ্ত হিসাববিদগণ আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করতে পারেন।

৪. তিন তরফা দাখিলা পদ্ধতির উদ্ভাবক যুজি আইজিরি একজন পেশাদার হিসাববিদ ছিলেন।

৫. হিসাববিজ্ঞান মূলতঃ একটি পরিমাপ, নিয়ন্ত্রণ ও তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতি।

৬. মোটামুটিভাবে বলা চলে প্রতিটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা।

৭. মোট সম্পত্তির সাথে মোট দায় যোগ করে মালিকানা স্বত্ব বের করতে হয়।

৮. সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের প্রয়োজন নাই।

৯. একটি প্রতিষ্ঠানের হিসাববিদ জাতীয় পরিসংখ্যান তৈরীতে সাহায্য করতে পারেন।

১০. নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

১১. নিরীক্ষা হিসাব উপাত্তের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

১২. ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের বাইরের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

১৩. উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের কাজ।

১৪. নিরীক্ষকগণ আর্থিক বিবরণীর উপর তার নিজস্ব স্বাধীন মতামত দিয়ে থাকেন।

১৫. বাংলাদেশে এখনও উৎপাদন ব্যয় নিরীক্ষার প্রচলন হয় নাই।

১৬. যে কোন প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও উপাত্তের প্রধান উৎসই হল হিসাব বিভাগ।

১৭. আর্থিক বিবরণী সব সময়ই বিশ্লেষণাত্মক হয়।

১৮. উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের উচ্চ ও মধ্য স্তরের ব্যবস্থাপকদের জন্য এবং ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান কেবল উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের জন্য প্রয়োজনীয়।

১৯. আর্থিক হিসাববিজ্ঞানকে তদারকি হিসাববিজ্ঞান বলা হয়।

২০. আই. সি. এ. বি- এর ফেলো হতে হলে একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টের ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হয়।

- **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১. কোনটি ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?
   ক. অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের সাহায্যে তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করা
   খ. প্রত্যক্ষভাবে আইন দ্বারা প্রভাবিত
   গ. ভবিষ্যতই বিবেচ্য বিষয়
   ঘ. পরিমাপ অধিকাংশ সময়েই আনুমানিক।

২. কোনটি আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
   ক. প্রত্যক্ষভাবে আইন দ্বারা প্রভাবিত নয়
   খ. ব্যবস্থাপকদের প্রাত্যহিক আচরণের উপর প্রতিবেদনের প্রভাবই বিবেচ্য
   গ. প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত
   ঘ. ভবিষ্যতও এর বিবেচ্য বিষয়।

৩. কোনটি উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়?
   ক. সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ
   খ. উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
   গ. উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ
   ঘ. একক উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ

৪. কোনটি ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানে প্রযোজ্য নয়?
   ক. সিদ্ধান্ত পরিকল্পনা
   খ. দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি
   গ. প্রাসঙ্গিক নীতি
   ঘ. ব্যয় বিশ্লেষণ

৫. কোনটি উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানে প্রযোজ্য?
   ক. সর্বজনগ্রাহ্য নীতি
   খ. যখন দরকার তখন
   গ. কেবল অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপকের জন্য
   ঘ. ব্যয় বিশ্লেষণ

৬. কোনটি আর্থিক হিসাববিজ্ঞানে প্রযোজ্য নয়?
   ক. কাঁচামাল ও সরবরাহের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ
   খ. মোট মজুরি লিপিবদ্ধকরণ
   গ. উৎপাদন ব্যয়ের জন্য অনুপযুক্ত শ্রেণীবিন্যাস
   ঘ. উৎকর্ষ মানের অনুপস্থিতি

৭. কোনটি আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নয়?
   ক. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ
   খ. উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ
   গ. ব্যয় সুবিধা বিশ্লেষণ
   ঘ. দক্ষতা মূল্যায়ন

৮. কোনটি বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য?
   ক. সার্টিফাইড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট
   খ. চার্টার্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট
   গ. সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্ট্যান্ট
   ঘ. এসোসিয়েট কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট।

৯. এফ. সি. এ. এর অর্থ হচ্ছে?
   ক. ফরেন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট
   খ. ফেলো চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট
   গ. ফেলো অব দি ইনষ্টিটিউট অব চার্টাড একাউন্ট্যান্ট
   ঘ. কোনটিই নয়।

১০. এ. সি. এম. এ. এর অর্থ হচ্ছে?
   ক. এসোসিয়েট কস্ট এণ্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট
   খ. এসোসিয়েটেড মেম্বার অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট ইনস্টিটিউট
   গ. এসোসিয়েশন অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট
   ঘ. কোনটিই নয়।

- **রচনামূলক প্রশ্ন**

১. পার্থক্য নির্ণয় করুন :
   (ক) আর্থিক হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান
   (খ) উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান

২. আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা কী কী ? ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান কি এই সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করতে পারে ?

৩. টিকা লিখুন :

(ক) পেশাদার হিসাববিদ

(খ) লুকা প্যাসিওলি

(গ) হিসাব পদ্ধতির নকশা

(ঘ) হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারী

(ঙ) হিসাববিজ্ঞানের সমালোচনার দিক।

- **উত্তরমালা**

পাঠ -১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. গ, ২. ঘ, ৩. খ, ৪. গ, ৫. ক, ৬. খ, ৭. খ, ৮. খ, ৯. খ,
১০. গ, ১১. গ, ১২. ক, ১৩. ক, ১৪. ক, ১৫. ক, ১৬. ঘ।

পাঠ - ২

সত্য ও মিথ্যা নির্দেশের উত্তর

১. স, ২. মি, ৩. মি, ৪. মি, ৫. স, ৬. স, ৭. মি, ৮. মি, ৯. স, ১০. স, ১১. স,
১২. মি, ১৩. মি, ১৪. স, ১৫. স, ১৬. স, ১৭. মি, ১৮. স, ১৯. স, ২০. মি।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. খ, ২. গ, ৩. ক, ৪. খ, ৫. ক, ৬. ক, ৭. ক, ৮. ঘ, ৯. খ, ১০. ক।

ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, শব্দাংশ, ধারণা এবং পরিভাষা

Account : হিসাব
Accountancy : হিসাবশাস্ত্র
Accounting : হিসাববিজ্ঞান
Accounting Information System : হিসাববিজ্ঞান তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতি
Accounting Theory : হিসাববিজ্ঞান তত্ত্ব
Attention Directing : মনোযোগ নির্দেশ
Balance Sheet : উদ্বর্ত পত্র
Companies Act 1994 : কোম্পানি আইন ১৯৯৪
Securities and Exchange Rules 1987
Constructive : গঠনমূলক
Cost Accounting : উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান
Cost Audit : উৎপাদন ব্যয় নিরীক্ষা
Double Entry Book Keeping : দু'তরফা দাখিলা হিসাবরক্ষণ
Financial Accounting : আর্থিক হিসাববিজ্ঞান
Financial Audit : আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা
Luca Paciolo/Pacioli(1445-1514): Summa de Arithmetica, Geometria Proportioni et Proportionalita বইয়ের লেখক
Management Accounting : ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান
Problem Solving : সমস্যা সমাধান
Profit and Loss Account: লাভ-লোকসান হিসাব
Score Keeping : প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধকরণ
Theoretical Accounting : তাত্ত্বিক হিসাববিজ্ঞান
Triple Entry Book Keeping : তিন দফা দাখিলা হিসাবরক্ষণ
A.C.A : Associate Chartered Accountant
A.C.M.A : Associate Cost and Management Accountant
C.P.A : Certified Public Accountant
AICPA : American Institute of Certified Public Accountants (U.S.A.)
ASB : Accounting Standard Board (U.K.)
C.M.A : Certified Management Accountant (U.S.A)
C.M.A : Chartered Management Accountant (U.K.)
F.C.A : Fellow Chartered Accountant
F.C.M.A : Fellow Cost and Management Accountant
FASB : Financial Accounting Standard Board (U.S.A.)
IASC : International Accounting Standard Committee (1973)
ICAB : Institute of Chartered Accountants of Bangladesh
ICMAB : Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh
IFAC : International Federation of Accountants (1977)